স্যার আশুতোষ মুখার্জী

আশুতোষ মুখার্জী ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি শুধুমাত্র বিদ্যাধর ছিলেন না, বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা, সামাজ, আইন, রাজনীতি সহ নানা পরিসরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমসময়ের যোগ্য প্রতিনিধি। তাঁর নামের সঙ্গে যে আজ আমরা যুক্ত হতে পারছি, যেভাবেই হোক, ছাত্র, শিক্ষক অথবা কর্মী হসেবে, একে আশীর্বাদ ছাড়া আর কীইবা বলা যায়! পরাধীন দেশের একজন মানুষ হয়েও, বৃটিশের সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ে সংঘাতে গিয়েও তিনি নিজের জন্য সম্মানজনক এক পরিসর নির্মাণ করেছিলেন এবং নিজের যোগ্যতা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর তৈরি কলেজে আজ তোমরা যে পড়ার সুযোগ পেলে, তা ভবিষ্যতে যেনো কাজে লাগে।

১৮৬৪, ২৮ শে জুন আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিলো অধ্যায়ণস্পৃহা ও মেধা । গণিতে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি, বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ও আইন বিষয়ে তাঁর অবাক প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তিনি সেই সেই বিষয়ে যে অবদান রেখে যান, তা সমসমেই একেকটি প্রতিষ্ঠানের চেহারা নেয়। আজ অল্প পরিসরে তার আলোচনা সম্ভব নয়। তবে আমরা কলেজে

ধারাবাহিকভাবে সেসবের চর্চা করবো। তাঁর ওপর লেখা প্রবন্ধ, সেমিনার, পোস্টার, ডক্যুমেন্টারি প্রভৃতির মধ্যমে তাঁকে আরো বৃহত্তর পরিসরে অলোচনা করার জন্য আশুতোষ কলেজ '**স্যার আশুতোষ চর্চা কেন্দ্র গড়ে তুলেছে**'। তোমরা সকলে সেই চর্চাকেন্দ্রে যুক্ত হবে আশা করবো।

আশুতোষ চর্চা তোমাদের দেখাবে, আগামী দিনে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে তোমরাও সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারো। শিক্ষার বহুবিধ লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম লক্ষ্য হলো নিজের বিষয়ে অবদান রাখা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চলার পথকে সুগম করে। আশুতোষ মুখার্জী ঠিক এই কাজটিই আমাদের জন্য করে গিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রকৃত শিক্ষা আমাদের মৌলিক চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে। লেখাপড়াকে বই এর পাতায় বা ডিগ্রী অর্জনে সীমিত না রেখে , যুক্তিপূর্ণভাবে লেখালিখি, ্নতুন বক্তব্য তৈরি, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রভৃতি কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা তিনি দেখিয়েছেন।

আশুতোষ মুখার্জী চাইলেই প্রখ্যাত একজন গণিতের অধ্যাপক হতে পারতেন। পারতেন একজন বিশিষ্ট আইনবিদ হতেও। এমনকি পারতেন একজন রাষ্ট্রনেতা হতেও। কিন্তু এসব তিনি হন নি। এসবকে ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। কিভাবে এ সম্ভব হয়েছিলো? সম্ভব হয়েছিলো

এই কারণে যে, তিনি প্রতিটি বিষয়েই অসম্ভব নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি যখন ছাত্র, তখনই তাঁর লেখা গণিতের ওপর গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয় বিদেশের নামী পত্রিকায়। তিনি এমন ভাবেই ভাষা চর্চা করেছেন যে একই সাথে বাংলার সঙ্গে শিখছেন সংস্কৃত, ইংরিজী, লাতিন, ফরাসী। তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের জন্য নবদ্বীপ ও ঢাকার সারস্বত সমাজ তাঁকে সরস্বতী উপাধি দেয়। আইন চর্চায় তাঁর দক্ষতা এমন স্তরে পৌছায়, যে তিনি বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধন বিচারতির পদ অলংকৃত করেন (১৯০৪) । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা তাঁকে পরবর্তীতে উপাচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এছাড়াও এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হিসেবে, ভারতীয় জাদুঘরের বোর্ড অফ স্টাডিজের সদস্য হিসেবে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ সভাপতি হিসেবে, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এরপরেও, তিনি ছিলেন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার (১৮৯৮-১৯০৪), বেঙ্গল লেজিশ্লেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য (১৮৯৯, ১৯অ১, ১৯০৩)।

আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাই সে বিষয়ে তাঁর অবদান আলাদা করে আলোচনার দাবি রাখে। আমরা পরবর্তীতে সেই আলোচনা

অবশ্যই করবো। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাকে স্মরণ করে আজ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবো। তিনি বলেছিলেন,

" ...for years now, every hour, every minute I could spare from other unavoidable duties—formost among them the duties of my judicial office—has been devoted by me to University work. Plans and Schemes to heighten the efficiency of the University has been the subject of my day dreams, they have haunted me in the hours of nighty rest. "

আশুতোষ কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ অবদান আছে। ১৯১৬ সালে যখন এই কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন এর নাম ছিলো **সাউথ সুবারবান কলেজ**, ভবানীপুর। আনুষ্ঠানিক ভাবে কলেজের কাজ শুরু হয় **১৯১৬, ১৭ ই জুলাই।** সেই থেকেই তিনিই ছিলেন কলেজের কর্নধার। তাঁর পরিকল্পনায় কলেজ শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ওঠে।

১৯২৪, ২৫ শে মে দেশের এই উজ্জ্বল মেধাদ্বীপ নিভে গেলেও তার আলোয় আজো আমরা প্রতিদিন আলোকিত হয়ে উঠছি।